ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দুই নায়কের সঙ্গে শ্রদ্ধার প্রেমের গুঞ্জন!

পৃঃ ৫

রেকর্ডের পিছনে দৌড়াই না, রেকর্ডই আমার পিছনে দৌড়ায় : রোনালদো

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫২ ● কলকাতা ● ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৫ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অভিষেকের ভবিষ্যত বাণী মিলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুথফেরত সমীক্ষা যখন দেখিয়েছিল, বাংলায় তৃণমূলের 'ভরাডুবি' হতে চলেছে, তখন দলের প্রার্থী, জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করে তিনিই বলেছিলেন, 'চোয়াল শক্ত' রাখতে। তৃণমূল কমবেশি ৩০টা আসন জিতবে। নিজের ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে দেওয়ার পাশাপাশিই তিনি সম্মুখসমরে পাঁচ গোল মেরেছেন শুভেন্দু অধিকারীকে।সন্দেশখালি এবং শেখ শাহজওয়ান নিয়ে যখন গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, তখন অভিষেকই সামনে থেকে দলের লাইন ঠিক করে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, সন্দেশখালির যে আখ্যান নিয়ে বিজেপি এবং তার সহযোগীরা ভোটের ময়দানে নেমেছিল, একটি 'স্টিং ভিডিয়ো' তা পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়েছে। সমাজমাধ্যমের প্রচারেও অভিষেকের তৃণমূল অনেকটা এগিয়ে থেকেছে শুভেন্দুর আইটি সেলের থেকে। সন্দেশখালির গোপন ক্যামেরা অভিযানের 'ফুটেজ' নিয়ে তৃণমূলের আইটি সেল যে প্রচার করেছিল, তা-ও ধারণা নির্মাণে কাজ করেছে। বসিরহাট তো বটেই, সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রেও জিতেছে তৃণমূল। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, শাসকদলের বিরুদ্ধে বিবিধ দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও ভোটের ফলে তার প্রভাব পড়েনি। ভোট শতাংশ বাড়িয়েছে জোড়াফুল শিবির। যা দলের গণভিত্তি কতটা মজবুত, তা বোঝার অন্যতম সূচক। দিল্লিবাড়ির লড়াইয়ের ফল বঙ্গ রাজনীতিতে অভিষেকের সেনাপতিত্বকে 'প্রতিষ্ঠা' দিল। প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল শুভেন্দুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।মঙ্গলবার দিল্লিবাড়ির লড়াইয়ে যে ফলাফল হল বাংলায়, তাতে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরে আরও এক বার দলের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এরপর ৩ পাতায়

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে?

সংবাদ প্রতিবেদক বিক্রম কুমার : নিউজ সারাদিন : বিজেপি-র কিছু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সারা ভারতে আশানুরুপ ফল করতে পারে নাই। এবারের নির্বাচনে সারা দেশের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে বিরাট বিপর্যয় হয়েছে।তার মূল তিনটি কারনের মধ্যে অন্যতম কারন তাড়াহুড়ো করে অসমাপ্ত মন্দিরে মূর্ত্তি স্থাপন এবং অ-ব্রাহ্মন দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ব্রিরুপ হয়েছে, যেটা নিবাচনে প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারন, প্রবীন নেতাদের অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন,রাম মন্দিরে রাম লালার মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাম মন্দির মুক্তির অন্দোলনের প্রবক্তা প্রবীন নেতা এবং বিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা লালকৃষ্ণ আদবানী এবং প্রবীন নেতা ড. মুরলী মনোহর যোশী কে পয্যন্ত প্রথমে আমন্ত্রন জানানো হয় নাই।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি-র গঠবন্ধন। প্রবীন নাগরিকদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই মোদীজ,এমন কি রেল যাত্রায় প্রবীন নাগরিকরা টিকিটের জন্য যে ছাড় দেওয়া হতো সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠা না পাওয়ার কারনে মিলিঝুলি সরকার গঠন করতে হবে। মোদীজীর যে মানসিকতা, তাতে করে কোয়ালিশন সরকার চালানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে।সে ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন রাজনাথ সিং অথবা নিতীন গটকড়ি।

এক্সিট পোল-এর অনুমান

একেবারে পালটে গেল নির্বাচনের ফলাফলে

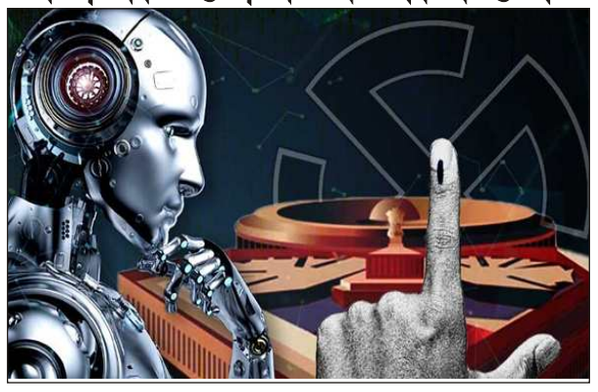

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক্সিট পোল-এর অনুমান একেবারে পালটে গেল নির্বাচনের ফলাফলে। যেখানে এনডিএ জোটকে চারশো আসনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল বুথফেরত সমীক্ষাগুলো, সেখানে বাস্তবে দেখা গেল, ৩০০ পেরতেই হিমশিম খাচ্ছে বিজেপির জোট। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এক্সিট পোলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই?তবে, বলতে গেলে যাবতীয় এক্সিট পোল-এর একেবারে উলটোদিকে ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ভারতে এই প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা এআই দিয়ে বুথফেরত সমীক্ষা করে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, এনডিএ ৩০৫-৩১৫টি আসন পেতে পারে। ইন্ডিয়া জোটের ঝুলিতে যেতে পারে ১৮০-১৯৫টি আসন। তৃণমূল-সহ অন্যান্যরা ৩৮-৫২টি আসনে জিততে পারে। এই সমীক্ষারই কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে ভোটের ফল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ২৯৬ আসনে এগিয়ে এনডিএ। ২৩০টি আসনে এগিয়ে ইন্ডিয়া। ফলে প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক শিবিরের তৈরি করা হাওয়াতেই কি ভেসে যায় এক্সিট পোল? সন্দেহ কিন্তু বরাবরই ছিল। ভারতের ইতিহাসেই অন্তত ৫ বার একেবারে ভুল প্রমাণিত হয়েছে এক্সিট পোল। তাহলে কি জনমানসে এক্সিট পোল নিয়ে বিশ্বাস কমবে? নাকি অও সমীক্ষার উপরেই ভবিষ্যতে ভরসা রাখবেন দেশের মানুষ? এবারের এক্সিট পোলের ভরাডুবির পর সে প্রশ্ন বেশ বড় হয়েই দেখা দিল।নাকি বুথফিরতি জনতার প্রকৃত

এরপর ৩ পাতায়

গণনা পর্ব যত এগোচ্ছে,

তত পারদ চড়ছে সন্দেশখালিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট গণনা এখনও শেষই হল না। তার আগেই তপ্ত সন্দেশখালির বাতাবরণ। গণনা পর্ব যত এগোচ্ছে, তত পারদ চড়ছে সন্দেশখালিতে। মঙ্গলবার দুপুরে সন্দেশখালির সড়বেড়িয়ায় বড় আজগরা, ভাটিদহ, ঝাঁরিপাড়া, রামপুর বাগদি পাড়া-সহ একাধিক এলাকায় অশান্তির অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করেছে। বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত, বাংলার অতীত নির্বাচনগুলিতে ভোট পরবর্তী হিংসা ও অশান্তির অভিযোগের কথা মাথায় রেখে এবার ভোট মিটে যাওয়ার পরও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এসবের মধ্যেই ভোটগণনার দুপুরেই তপ্ত সন্দেশখালির বাতাবরণ। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সড়বেরিয়ার বড় আজগরায় চার জন বিজেপি সমর্থকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

উল্লেখ্য, সন্দেশখালির উদ্ভূত পরিস্থিতি ঘিরে গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন চর্চা হয়েছে। বার বার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে সন্দেশখালির বিভিন্ন অভিযোগ। কিন্তু লোকসভা ভোট গণনার এখনও পর্যন্ত যা ছবি, পঞ্চম দফার গণনা শেষে বসিরহাট থেকে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূলের হাজি নুরুল ইসলামই। অনেকটা পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপির রেখা পাত্র।

চন্দ্রবাবু নাইডু আগামী ৯ জুন অমরাবতীতে

মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি জমানার কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। বিধানসভা ভোটের শেষ প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তেলুগু দেশম নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু, বিজেপি ও পবন কল্যাণের জনসেনা পার্টির জোট সরকার গঠনের অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে লোকসভা ভোটের সঙ্গেই বিধানসভা ভোট হয়েছিল গত ১৩ মে। রাজ্যের ১৭৪টি আসনে একাই লড়াই করেছিল ওয়াইএসআরসিপি। সেখানে তেলুগু দেশম পার্টি প্রার্থী দিয়েছিল ১৪৪টিতে। পবন কল্যাণের জন পার্টি লড়েছিল ২১টি আসনে। বিজেপি দাঁড়িয়েছিল ১০টি আসনে।

জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই রাজ্য বিজেপি নেতৃবৃন্দ অভিনন্দন জানাতে চলে যান নাইডুর কাছে। বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং দেশম পার্টির সভাপতি এন চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান।

টিডিপি সূত্র আরও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ অভূতপূর্ব জয়ের কারণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাইডুকে ফোনে অভিনন্দন জানান।বিকেল ৪টে নাগাদ ওয়াইএসআরসিপি-র জগনমোহন রেড্ডি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, ওই সময়েই তিনি পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে পারেন। অন্যদিকে, চন্দ্রবাবু নাইডু আগামী ৯ জুন অমরাবতীতে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন।

নাইডুর শপথে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জোট গঠনের কারিগর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জানিয়েছে টিডিপি সূত্র। বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে যুগ্মবিজয়ী হতে চলার প্রতিটি খবর আসা মাত্রই দলীয় সদর কার্যালয়ে দেখা দেয় উৎসবের মেজাজ।

লোকসভা ভোটে বিজেপির ভরাডুবির সঙ্গে সঙ্গে

মুখ থুবড়ে পড়ল আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার

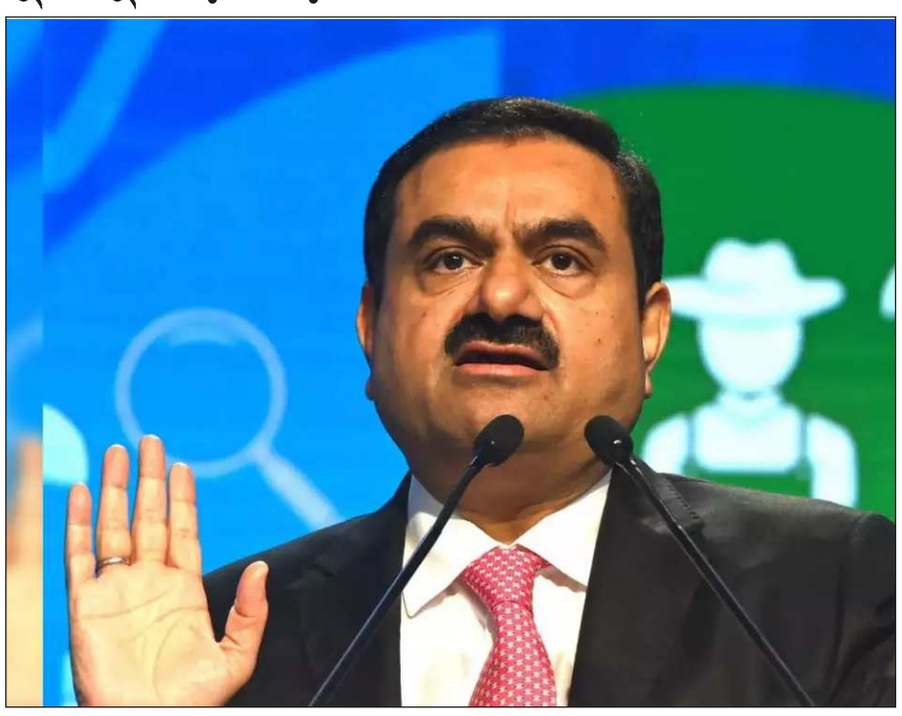

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে বিজেপির ভরাডুবির সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ল আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার। কেন্দ্রের মোদি সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিল আদানি গোষ্ঠী। লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে পতন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে।

উল্লেক্য, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদি ক্ষমতায় আসার পর ফুলেফেঁপে ওঠে আদানি গোষ্ঠী। ২০১৪ সালে যখন আদানি ক্ষমতায় এসেছিল, তখন আদানি গোষ্ঠীর নথিভুক্ত আদানি এন্টারপ্রাইজ, আদানি পোর্ট ও আদানি পাওয়ারের শেয়ার ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা। এরপর ২০১৯ সালে আদানি গোষ্ঠীর পাঁচটি কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত হয়েছিল। আদানি এন্টারপ্রাইজ, আদানি পাওয়ার, আদানি পোর্ট ছাড়াও আদানি গ্রিন ও আদানি এনার্জির শেয়ার নথিভুক্ত ছিল। সেই বছর আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার বাজারের দর ১ লক্ষ ৮১ হাজার কোটি টাকা। এরপর আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের দরে আকস্মিক উত্থান হয়েছিল। একটা সময়ে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট সামনে আসার পর আদানির শেয়ারে পতন হয়েছিল। যদিও এরপরে কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার।জানা গিয়েছে, আদানি গোষ্ঠীর অধিনস্থ ১০টি কোম্পানির শেয়ারের দর ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা কমেছে।শেয়ার বাজার যখন বন্ধ হয়, তখন আদানি পোর্টের শেয়ারের দর ২১.২৬ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি আদানি এনার্জির শেয়ার কমেছে ২০ শতাংশ। সেইসঙ্গে আদানি গ্রিন এনার্জির শেয়ারের দরও ১৯.২০ শতাংশও কমেছে। আদানি টোটাল গ্যাসের শেয়ারের দাম কমে ১৮.৮৮ শতাংশ। আদানি পাওয়ারের শেয়ার ১৭.২৭ শতাংশ ও অম্বুজা সিমেন্টের শেয়ার ১৬.৮৮ শতাংশ কমেছে। শোচনীয় অবস্থা আদানি উইলমার ও এসিসির শেয়ারেরও। এসিসির শেয়ারের দর কমেছে ৯.৯৮ শতাংশ। অন্যদিকে আদানি উইলমারের শেয়ারের দর কমেছে ১৪,৭১ শতাংশ। ১০টি কোম্পানির মধ্যের আটটির শেয়ারের দরই তলানিতে এসে ঠেকেছে।

উত্তরপ্রদেশই বিড়ম্বনা

বাড়িয়ে তুলল বিজেপি-র

লখনউ: নিউজ সারাদিন : উত্তরপ্রদেশ হয়ে তবেই ঢোকা যায় দিল্লিতে। হিন্দি বলয়ের প্রধান রাজ্য যেমন, তেমনই জাতীয় রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র। কিন্তু সেই উত্তরপ্রদেশই বিড়ম্বনা বাড়িয়ে তুলল বিজেপি-র। কারণ মঙ্গলবার ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই সেখানে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি বিরোধী I.N.D.I.A জোট। বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA জোট সেখানে পিছিয়ে রয়েছে। মোদি এবং যোগীর মধ্যে শীতল সম্পর্কের কথা সম্প্রতি তুলে ধরেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। তৃতীয় বার কেন্দ্রে মোদি ক্ষমতায় ফিরলে সবার আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে যোগীকে সরানো হবে দাবি করেন তিনি। এমনিতে বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিতে এগিয়ে এলেও, কেজরিওয়ালের সেই মন্তব্য খারিজ করতে এগিয়ে আসেননি বিজেপি নেতৃত্ব। বরং কিছু দিন আগেই উত্তরপ্রদেশের 'বাহুবলী' ব্রিজভূষণ সিংহকে প্রকাশ্য সভায় যোগীর সমালোচনা করতে শোনা যায়। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবও উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খোলেন। তাই উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র ফল খারাপ হওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি-র অভয়ন্তরীণ টানাপোড়েন অনেকাংশেই দায়ী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। উত্তরপ্রদেশে এবার ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৭৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি। বাকি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল NDA জোটের অন্য শরিকরা। অন্য দিকে, উত্তরপ্রদেশের ৬২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল সমাজবাদী পার্টি। কংগ্রেস পার্থী দিয়েছিল ১৭টি আসনে। এদিন বেলা ১১টা বেজে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে, তাতে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ৩৫টি আসনে। সবমিলিয়ে NDA জোট ৩৭টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। বারাণসীতে নরেন্দ্র মোদি নিজেই বেশ কয়েক বার পিছিয়ে যান গণনায়। সমাজবাদী পার্টি এগিয়ে রয়েছে ৩৪টি আসনে। কংগ্রেস আটটি আসনে এগিয়ে রয়েছে। সবমিলিয়ে I.N.D.I.A জোট এগিয়ে রয়েছে ৪২টি আসনে। এর আগে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে ৬৪টি আসনে জয়ী হয়েছিল। বিজেপি একাই পেয়েছিল ৬২টি আসন। ২০১৪ সালে উত্তরপ্রদেশে NDA-র প্রাপ্ত আসন ছিল ৭৩, যার মধ্যে বিজেপি একাই ৭১টি আসনে এগিয়ে ছিল। সেই নিরিখে এবারে প্রায় অর্ধেকেরও কম আসনে নেমে এসেছে বিজেপি।

এখনও পর্যন্ত গণনা সম্পূর্ণ হয়নি যদিও, কিন্তু উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র ফল খারাপ হতে চলেছে বলে ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে অযোধ্যায় রামমন্দিরের নির্মাণ করে বিজেপি নির্বাচনে ডিভিডেন্ড তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতির সামনে রামমন্দির নিয়ে তেমন আবেগ দেখা যায়নি। বরং উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র অন্দরের ফাটল ক্রমশ চওড়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে একাধিক

এরপর ৩ পাতায়

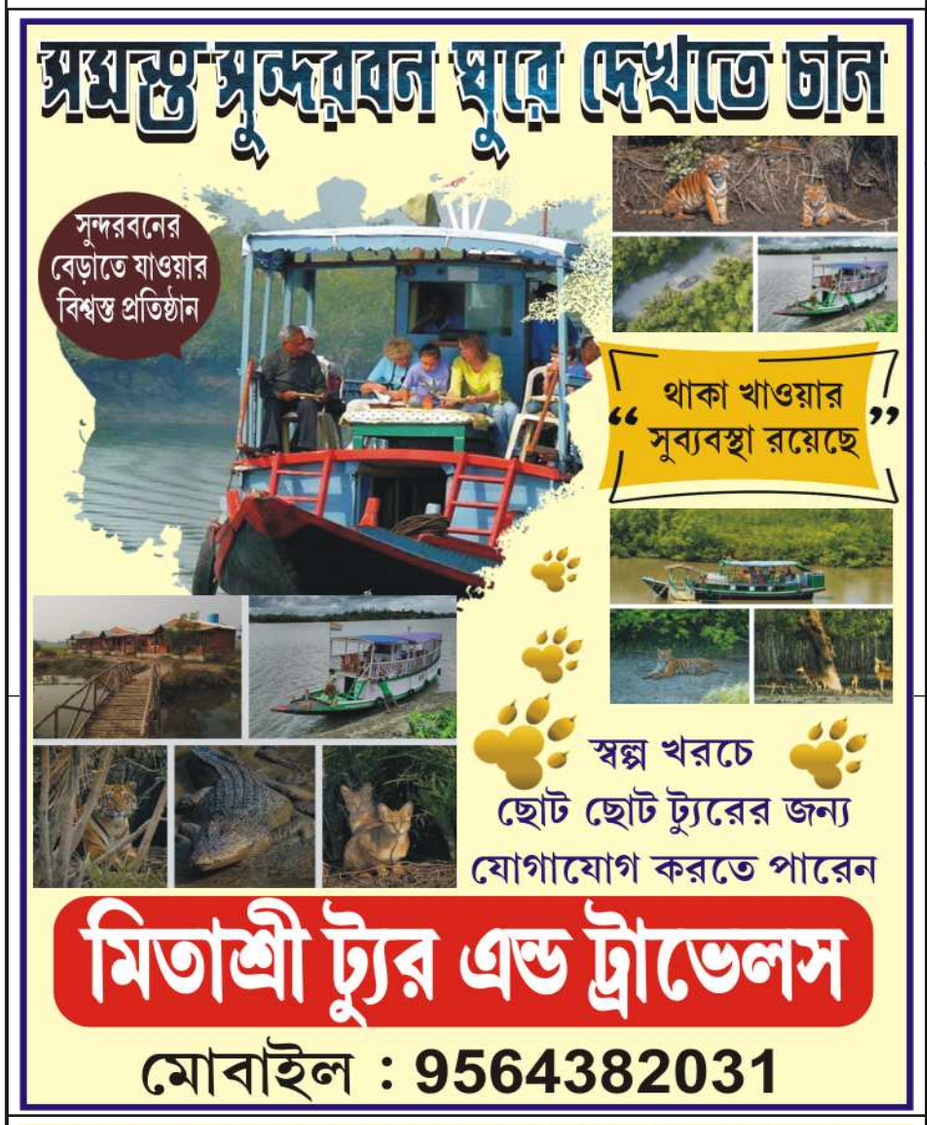

বিহারে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে

নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে লড়বে না বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক কৌশল কী, কখন তিনি কার হাত ধরেন, তা বোধহয় অতি বড় রাজনৈতিক বিশ্লেষকও এখন আর বাজি ধরে বলতে পারেন না। ইন্ডিয়া জোট তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েও সবার প্রথমে সেই জোট ভেঙে ফের বিজেপির হাত ধরেছিলেন তিনি। নীতীশের এই সিদ্ধান্তের আঁচ যখন কংগ্রেস সহ শরিক দলের নেতারা পেয়েছিলেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।সূত্রের খবর, তৃতীয় মোদি সরকারের মন্ত্রিসভায় কারা থাকবেন, তা ঠিক করার আগে সোমবারই দলের সব প্রার্থীর কাছে একটি পাঁচ পাতার ফরম পাঠিয়েছে বিজেপি। সেই ফরম পূরণ করে দ্রুত ফেরত দিতে বলা হয়েছে। মোদি-শাহ এবং দলের সভাপতি জে পি নাড্ডার মধ্যে বৈঠকের পরই এই ফরম প্রার্থীদের কাছে পাঠানো হয়। আর এর পরই তৃতীয় মোদি সরকারের মন্ত্রিসভায় নীতীশ কুমারকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক সিনিয়র নেতা দাবি করেছেন, কোনও অবস্থাতেই বিহারে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে লড়বে না বিজেপি। কারণ রাজনীতিবিদ নীতীশের আর সেই কদর নেই। তার উপর তাঁর বয়সও বাড়ছে। ফলে নীতীশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে অস্তগামী, নয়াদিল্লির রাজনীতির অলিন্দে কান পাতলে সেরকম সম্ভাবনাই শোনা যাচ্ছে।লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের আগে এবার নীতীশকে নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। ভোটের ফল বেরনোর পরই নীতীশ আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন কি না, তা নিয়েও জল্পনা ছড়াচ্ছে। এমন কি, সেই সম্ভাবনা নাকি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

বিহারের রাজনীতিতে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, শিবির বদলে নীতীশ যদি ফের তেজস্বী যাদবের আরজেডি এবং কংগ্রেসের হাত ধরেন, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ২০১৩ সালে এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে নীতীশ এতবার শিবির বদলেছেন, তাতে এবারেও তিনি এমন কিছু করবেন না, তা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেন না কেউই।তবে বিহারের রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা

১-ম পাতার পর

এক্সিট পোল-এর অনুমান একেবারে পালটে গেল নির্বাচনের ফলাফলে

মতামতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বও! মাথাচাড়া দিচ্ছে এমন সংশয়ও। গত শনিবার ভোট শেষ হওয়ার পরেই প্রকাশ্যে আসে একের পর এক এক্সিট পোল। দেখা যায়, রিপাবলিক-মাট্রিজের সমীক্ষায় এগিয়ে এনডিএ। সমীক্ষা অনুযায়ী ৩৫৩-৩৬৩টি আসন পেতে পারে এনডিএ। ইন্ডিয়া জোট পেতে পারে ১১৮-১৩৩ আসন। রিপাবলিক পি মার্কের সমীক্ষায় এনডিএ পেতে পারে ৩৫৯টি আসন। ইন্ডিয়া পেতে পারে ১৫৪ আসন। জন কী বাতের সমীক্ষায় এনডিএ পেতে পারে ৩৬৩-৩৯২ আসন। ইন্ডিয়া পেতে পারে ১৪১-১৬১ আসন। অর্থাৎ চারশো পার না হলেও, সাড়ে তিনশো অনায়াসে পেরিয়ে ৪০০র কাছাকাছি পৌঁছে যাবে এনডিএ। সমীক্ষার রিপোর্ট দেখে প্রধানমন্ত্রীর সদর্প ঘোষণা ছিল, "ওরা শুধুই মোদিকে গালিগালাজ করতে জানে।"কিন্তু এক্সিট পোল নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধীর মতো বিরোধী নেতারা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছিলেন, "এই এক্সিট পোল ফেক, আমরা মানি না।" 'মোদি সমীক্ষা' বলে এক্সিট পোলকে খোঁচা দিয়েছিলেন রাহুল। আবার ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের মত ছিল, নিজেদের মূল্যবান সময় জাল সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ দেখে কাটানোর কোনও মানে হয় না। যদিও এক্সিট পোলের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দাবি ছিল, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি বলেই নির্বাচনী ময়দানে ধরাশায়ী হবে। তবে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিল, এক্সিট পোল সেভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে জয়ী-পরাজিত কে, তা জানা যায় ইভিএম থেকেই।

১-ম পাতার পর

অভিষেকের ভবিষ্যত বাণী মিলেছে

নেতৃত্ব। প্রতিষ্ঠিত হল সামগ্রিক ভাবে বাংলার রাজনীতিতেও। দেখা গেল কৌশল, সংগঠন, প্রচার, অভিমুখ নির্ধারিত করা সব ক্ষেত্রেই বিজেপিকে কয়েক যোজন পিছনে ফেলে দিলেন অভিষেক। সে অর্থে তিনিই এই ভোটের আসল 'হিরো'।

ভোটের প্রচার পর্বে অভিষেকের বক্তৃতায় নির্দিষ্ট 'অভিমুখ' ছিল। যে অভিমুখ কখনও ঘুরে যায়নি। দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহেরা বাংলায় এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যা যা বলেছিলেন, তার পাল্টা বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক সে ভাবে মোদী-শাহদের জবাব দেওয়ার পথে হাঁটেননি। তিনি শুধু তুলনামূলক রাজনৈতিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে আক্রমণ শানিয়েছিলেন বিজেপিকে। তাঁর বক্তব্যের মূল উপজীব্য ছিল মমতার সরকার কী কী দিচ্ছে বাংলার জনগণকে। বাংলার মানুষের কী কী 'প্রাপ্য' আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যে প্রাপ্য আদায়ের দাবি নিয়ে গত বছর সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে আন্দোলন নিয়ে গিয়েছিলেন অভিষেক। তার পর রাজধানীতে ধর্না, অবস্থান-বিক্ষোভ, পুলিশি ধরপাকড় এবং শেষে কলকাতায় ফিরে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসে পড়া অন্য অভিষেককে দেখেছিল বাংলা। মাঝে বেশ কয়েক মাস খানিকটা নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন অভিষেক। নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফের সংগঠনের কাজে ফিরতে শুরু করেন তৃণমূলের সেনাপতি। প্রার্থী ঠিক করা, প্রচারের নকশা আঁকা, গোটা বাংলা ছুটে বেড়ানো সবই করেছেন তিনি। অনেকের বক্তব্য, বিজেপির হয়ে অনেকটা একই রকম ভূমিকা নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। যে কারণে দু'জনের তুলনা আরও বেশি করে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে প্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছিল। দু'জনেরই পরীক্ষা ছিল এই ভোট। অভিষেক ফার্স্টর বয় হয়েছেন। শুভেন্দু ফেল!

ভোটের ফল নিয়ে দু'জনের দাবি প্রায় এক ছিল। শুভেন্দু বলেছিলেন, সংখ্যা তিনি বলবেন না। তবে তৃণমূলের থেকে একটি হলেও বেশি আসন পাবে বিজেপি। অর্থাৎ, তৃণমূল যদি ২০টি পায়, তা হলে বিজেপি অন্তত ২১টি আসন পাবে। অন্য দিকে, ষষ্ঠ দফার ভোটের পরে অভিষেক বলেছিলেন, "আগের বার ২২টা পেয়েছিলাম। পৃথিবী রসাতলে গেলও ২৩টা এ বার পাবই।" দেখা গেল অভিষেক তাঁর অনুমান বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন।

লোকসভা ভোট ২০২৪

আন্দামান ও নিকোবর পঞ্জাব
রাজস্থান সিকিম তামিলনাড়ু
তেলঙ্গানা ত্রিপুরা উত্তরপ্রদেশ
উত্তরাখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ অরুণাচল
প্রদেশ চণ্ডীগড় লক্ষদ্বীপ
পুদুচেরি দেশ অন্ধ্রপ্রদেশ
দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও
দিউ লাদাখ নাগাল্যান্ড অসম
বিহার ছত্তীসগঢ় দিল্লি গোয়া
গুজরাত হরিয়ানা হিমাচল
প্রদেশ জম্মু ও কাশ্মীর কর্নাটক
ঝাড়খণ্ড ওড়িশা মিজোরাম
মেঘালয় মণিপুর মহারাষ্ট্র
মধ্যপ্রদেশ কেরল

সংখ্যাগরিষ্ঠতা: ২৭২

দল	আসন
বিজেপি	২৩৯
কংগ্রেস	৯৯
তৃণমূল	২৯
এসপি	৩৮
ডিএমকে	২২
টিডিপি	১৬
জেডিইউ	১২
শিবসেনা(উদ্ধব)	১০
এনসিপি(শরদ)	৭
সিপিআইএম	৪
আরজেডি	৪
এলজেপি	৫
ওয়াইএসআরসিপি	৪
সিপিআই	২
জেডিএস	২
আপ	৩
জেএনপি	২
সিপিআইএমএল	২
বিজেডি	১
ভিসিকে	২
আরএলডি	২
জেএমএম	৩
জেকেএন	২
ইউপিপিএল	১
এজিপি	১
এইচএএম (এস)	১
আইইউএমএল	৩
কেসি(এম)	১
আরএসপি	১
এনসিপি(অজিত)	১
জেডিপিএম	১
অকালি দল	১
আরএলটিপি	১
এসকেএম	১
পিএমকে	১
এমডিএমকে	১
ডিএমডিকে	১
আজাদ সমাজ পার্টি	১
এজেএসইউপি	১
এআইএমআইএম	১
নির্দল	৪
ভিওটিপিপি	১
শিবসেনা(শিন্ডে)	৬
আপনা দল	১
ভারতএপি	১
এএসপিকেআর	১

অভিষেক নিজেও বিপুল ভোটে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে জিততে চলেছেন। অভিষেকের নেতৃত্ব তথা তাঁর জয়ের ব্যবধান নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, "ওঁর জয় বা ওঁদের দল নিয়ে আমি কিছু বলব না। ফল নিয়ে আমরা আমাদের দলে আলোচনা করব।" গণনা চলাকালীন সংবাদমাধ্যমকে এই কথা বলেন সুকান্ত।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোট থেকেই অভিষেক সংগঠনে 'বিশেষ' ভূমিকা নেওয়া শুরু করেছিলেন। যদিও তখন তাঁর পাশে ছিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। কিন্তু এ বার তিনি নেই। তবে পেশাদার সংস্থা আইপ্যাক এই ভোটে কাজ করেছে। প্রার্থীচয়নে এই সংস্থার সমীক্ষাও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। দেখা যাচ্ছে আরামবাগ, ঝাড়গ্রামের মতো আসনে চমকপ্রদ প্রার্থী দেওয়া তৃণমূলের জন্য কার্যকর হয়েছে। অন্য দিকে, দিলীপ ঘোষকে বর্ধমান-দুর্গাপুরের মতো আসনে লড়তে পাঠানো বা অগ্নিমিত্রা পালকে মেদিনীপুরে পাঠানোর শুভেন্দু-কৌশল কাজে আসেনি।

সন্দেশখালি এবং শেখ শাহজওয়ান নিয়ে যখন গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, তখন অভিষেকই সামনে থেকে দলের লাইন ঠিক করে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, সন্দেশখালির যে আখ্যান নিয়ে বিজেপি এবং তার সহযোগীরা ভোটের ময়দানে নেমেছিল, একটি 'স্টিং ভিডিয়ো' তা পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়েছে। সমাজমাধ্যমের প্রচারেও অভিষেকের তৃণমূল অনেকটা এগিয়ে থেকেছে শুভেন্দুর আইটি সেলের থেকে। সন্দেশখালির গোপন ক্যামেরা অভিযানের 'ফুটেজ' নিয়ে তৃণমূলের আইটি সেল যে প্রচার করেছিল, তা-ও ধারণা নির্মাণে কাজ করেছে। বসিরহাট তো বটেই, সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রেও জিতেছে তৃণমূল।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সঙ্গে স্কুল শিক্ষা দপ্তর

একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয়-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা দপ্তর আজ নতুন দিল্লিতে শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে ডিজিটাল লাইব্রেরী প্ল্যাটফর্ম রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয়-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব শ্রী কে সঞ্জয় মূর্তি, স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তরের সচিব শ্রী সঞ্জয় কুমার, যুগ্ম সচিব শ্রীমতী অর্চনা শর্মা অবস্তি এবং মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী কে সঞ্জয় মূর্তি তাঁর ভাষণে শিশুদের জীবনে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বইয়ের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। যে বই ভবিষ্যতে কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে, সেই বিষয়ে সাহায্য করবে শিশুদের। তিনি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কাছে আবেদন জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্বজ্জনদের দিয়ে ভালো বই লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে যে বই রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

অনুষ্ঠানের ভাষণে শ্রী সঞ্জয় কুমার বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয় দিন-রাত খোলা থাকবে, যে কোন জায়গার পাঠকদের জন্য যাতে তাদের কাছে বই সহজলভ্য হয়। তিনি আরও বলেন যে, অনেক রাজ্যে রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয় পুস্তকাগারের সমস্যা মেটাবে। তিনি কনটেন্ট এনরিচমেন্ট কমিটির ভূমিকার ওপর জোর দেন, যে কমিটি ঠিক করবে রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয় প্ল্যাটফর্মে কোন কোন বইকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাঁর আশা আগামী ২-৩ বছরে ১০০-র বেশি ভাষার ১০,০০০ বই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। শ্রী অবস্তি রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয়ে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বইয়ের অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি এও জানান যে, ইংরেজি সহ ২৩টি ভাষার ১০০০-এর ওপর বই ইতিমধ্যেই ই-পুস্তকালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয় এই ধরনের প্রথম ডিজিটাল লাইব্রেরী। এর লক্ষ্য, ভারতীয় শিশু এবং যুবাদের মধ্যে যেন জীবনভর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা থাকে। এইজন্য ইংরেজির পাশাপাশি ২২টির বেশি ভাষায় ৪০-এর বেশি বিখ্যাত প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত শিশু-কিশোরদের জন্য ১০০০-এর বেশি পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বই এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন শ্রেণীর শিশু ও কিশোরদের যন্ত্রের সাহায্যে গুণমান সম্পন্ন বইয়ের সন্ধান দেওয়া। চারটি বয়ঃগোষ্ঠী যেমন ৩-৮, ৮-১১, ১১-১৪ এবং ১৪-১৮ বয়সীদের জন্য বই রাখা হবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী। রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয় অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস দুটিতেই ডাউনলোড করা যাবে। রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল, এখানে নানা ধরনের বই পাওয়া যাবে। রোমাঞ্চকর, রহস্য, রম্য রচনা, সাহিত্য, গল্প, ক্লাসিক, প্রবন্ধ, ইতিহাস, জীবনী, কমিক্স, ছবির বই, বিজ্ঞান, কবিতা ইত্যাদি। এছাড়াও বসুধৈব কুটুম্বকম-এর ভাবনা জাগাতে বইগুলির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চেতনা, দেশাত্মবোধ এবং সহমর্মিতা গড়ে তোলা হবে। ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্রীয় ই-পুস্তকালয় প্রকল্প একটি বড় পদক্ষেপ এবং প্রত্যেকের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা এর লক্ষ্য। যখন হোক, যেখানে হোক পড়ার জন্য বই পাওয়া যাবে। এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তর এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট শিক্ষার পরিবেশের উন্নতি করতে সহযোগিতা গড়ে তোলার প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করবে।

এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের ফলে সমবায়িক উদ্যোগের প্রসার ঘটবে, যার থেকে দেশ জুড়ে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত গুণমান সম্পন্ন পাঠ্য বিষয় পাওয়ার সুযোগ ঘটবে যাতে দেশে যুবাদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

'রিডিসকভারিং রিডিং হ্যাবিটস ইন ভারতীয় ইউথ' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করা হয় যেখানে দেশের প্রকাশনা জগতের বিশেষজ্ঞরা তাঁদের ভাবনা ভাগ করে নেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকরা, স্কুলের অধ্যক্ষরা, প্রকাশক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং অন্যরা।

২ পাতার পর

উত্তরপ্রদেশই বিড়ম্বনা বাড়িয়ে তুলল বিজেপি-র

তত্ত্ব উঠে এসেছে। নরেন্দ্র মোদি এবং যোগী আদিত্যনাথের মধ্যেকার শীতল সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এবারের লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বিজেপি-র ব্যানার-পোস্টার চোখে পড়ে। সেই পোস্টার এবং ব্যানারে শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদিরই মুখ ছিল। দিন কয়েক পর দেখা যায়, সব পাল্টে নতুন পোস্টার এবং ব্যানার ঝোলানো হয়েছে, যাতে মোদির পাশে যোগীও রয়েছেন। যোগীর অসন্তোষের জেরেই পোস্টার এবং বয়ানার পাল্টানো হয় বলে বিজেপি সূত্রে খবর সামনে আসে। একাধিক অনুষ্ঠানেও যোগীকে কার্যত এড়িয়ে যেতে দেখা গিয়েছে মোদিকে। পাশে বসা অমিত শাহের সঙ্গে খোশগল্প করলেও, একটিও বাক্য বিনিময় করতে দেখা যায়নি যোগীর সঙ্গে। পাশাপাশি, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভায় দিল্লির বাছাই করা একাধিক মন্ত্রীকে নিয়োগেও যোগীর আপত্তি ছিল বলে শোনা যায়।

বিরোধী শক্তি সঞ্চয় করে সংসদে যাচ্ছে বিরোধীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৪ সালে দেশজুড়ে গেরুয়া ঝড় উঠেছিল, আরও স্পষ্ট করে বললে মোদী ঝড়। যা বজায় ছিল গত ১০ বছর ধরে, বিরোধীরা ক্রমেই কোণঠাসা হয়েছে। লোকসভার ভিতরে বিরোধী শক্তি কম হওয়ায় একছত্র ভাবে বিল পাশ করিয়েছে, বিরোধী সংসাদদের বহিস্কার করেছে। অর্থ্যাত শক্তিশালী বিরোধী না থাকায় সংসদে শুধুই দাপট দেখিয়েছে বিজেপি।এবার অন্তত প্রশ্ন করলেই বিরোধী সাংসদদের বহিস্কার করতে পারবে না সরকার, কোন রকম আলোচনা ছড়াই সংসদে বিল পেশ করতে পারবে না। গত ১০ বছরে সেটাই করে এসেছে মোদী-অমিত শাহ জুটি। এবার কিন্তু একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাচ্ছে না বিজেপি। ফলে অহঙ্কারের পতন হবে মোদী সরকারের।এই শতাব্দীতে এখনও পর্যন্ত চার বার লোকসভা ভোট হয়েছে। ২০০৪ সালে এনডিএ সরকারকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে ইউপিএ জোট।

এরপর ৪ পাতায়

বিশ্বের বৃহত্তম শস্যভাণ্ডার পরিকল্পনার দায়িত্বপ্রাপ্ত

জাতীয় স্তরের সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক বসল নতুন দিল্লিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লিতে সোমবার বিশ্বের বৃহত্তম শস্যভাণ্ডার পরিকল্পনার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় স্তরের সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক বসল।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রকের সচিব ডঃ আশিস কুমার ভুটানি এবং কৃষি ও কৃষককল্যাণ, খাদ্য ও গণবন্টন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের সচিবরা। এছাড়াও ছিলেন ভারতের খাদ্য নিগম, জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের মতো সংস্থার প্রতিনিধিরা। প্রাথমিকভাবে গত বছর থেকে ১১টি রাজ্যে এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। বৈঠকে তার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য, প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেমন গুদাম, যন্ত্রপাতি ভাড়া দেওয়ার কেন্দ্র, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ন্যায্যমূল্যের দোকান ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কাজ চলছে কৃষি পরিকাঠামো তহবিল, কৃষি বিপণন পরিকাঠামো প্রণালী, অতিক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ প্রকল্প প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে। বৈঠকে সমবায় সচিব ডঃ ভুটানি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে গুদাম তৈরি করে সারা দেশেই এই কর্মসূচির রূপায়ণ সরকারের অগ্রাধিকার। সামগ্রিকভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় সমবায় বিকাশ নিগম। সহায়তায় রয়েছে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ভারতের খাদ্য নিগম, কেন্দ্রীয় মজুতভাণ্ডার নিগম-এর মতো সংস্থা। এক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এগোনো হচ্ছে। আরও ৫০০টি প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতিকে প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে শীঘ্রই।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫২ সংখ্যা ০৫ জুন, ২০২৪ বুধবার ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

অভিযোগকে প্রাথমিক ভাবে সত্য ধরে নিয়েই এগোতে হবে

বুথে ঢুকে ইভিএম আর ভিভিপ্যাট মেশিন ভেঙে ফেলছেন। ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি বটে। তবে প্রাথমিক ভাবে বিধায়ককে চিহ্নিত করছেন সকলেই। এই রকম গুরুতর অভিযোগের মুখে হাই কোর্ট কী ভাবে তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়ে রাখল? সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এই প্রশ্নই শুধু তুলল না, রীতিমতো বিরক্তির সঙ্গে বলল, "আমাদের নিয়ে কি রসিকতা করা হচ্ছে?এ দিন শুনানি চলাকালীন রেডিডর আইনজীবী বলার চেষ্টা করেছিলেন, ওই ভিডিয়োতে যে রেডিডকেই দেখা যাচ্ছে, তার প্রমাণ কী? ভিডিয়োর সত্যতারই বা প্রমাণ কী? আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে তখন দাবি করা হয়, ভিডিয়োটি নির্বাচন কমিশনের লাইভ ওয়েবকাস্ট থেকেই পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে আরও কিছু স্থিরচিত্রও আছে। রেডিডর আইনজীবী এই দাবি মানতে চাননি। বিচারপতিরা তখন বলেন, অভিযোগকে প্রাথমিক ভাবে সত্য ধরে নিয়েই এগোতে হবে। ভিডিয়োটি আপাত ভাবে ভুয়ো বলে মনে হচ্ছে না, এই মন্তব্যও করেন বিচারপতি মেহতা।ঘটনাটা অন্ধ্রপ্রদেশের। অভিযোগের আঙুল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিধায়ক পি রামকৃষ্ণ রেডিডর দিকে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়া একটি ভিডিয়ো ক্লিপিংয়ে দেখা যাচ্ছে, তিনি এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ১৩ মে একটি বুথে হানা দিয়ে টেবিল থেকে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট মেশিন তুলে নিয়ে মেঝেতে আছড়ে ফেলছেন। পুলিশ কিন্তু এফআইআর-এ তাঁর নাম লেখেনি। অভিযোগ রুজু হয়েছে 'অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি'র নামে। তা সত্ত্বেও রেডিড গা-ঢাকা দেন। তার ক'দিন পরেই এসে যায় আদালতের রক্ষাকবচ।

বিচারপতি ভেঙ্কট জ্যোতির্ময়ী বিধায়ককে ৫ জুন সকাল ১০টা অবধি অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেন। অর্থাৎ এর মধ্যে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ করতে পারবে না, তা নিশ্চিত করা হয়। হাই কোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন বিরোধী দল টিডিপি-র পোলিং এজেন্ট নাম্বুদ্রি শেষগিরি রাও। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, গণনার সময়েও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।আজ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার অবকাশকালীন বেঞ্চ হাই কোর্টের নির্দেশকে কার্যত তুলোধোনা করেছেন। তিরস্কৃত হয়েছে পুলিশের ভূমিকাও। বিচারপতিরা প্রশ্ন করেছেন, "আমাদের নিয়ে কি রসিকতা করা হচ্ছে? এ তো প্রহসন! এই রকম মামলায় অন্তর্বর্তী সুরক্ষা হয় কী করে? যদি এই নির্দেশ আমরা স্থগিত না করি, তা হলে গোটা ব্যবস্থাটাই একটা মস্করায় পরিণত হবে।" শেষ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ অবশ্য দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। রেডিডর আইনজীবী জানান, শীর্ষ আদালতের সব কথা মানবেন তাঁর মক্কেল। সেই মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আগামী কাল ভোট গণনার দিন রেডিড কোনও গণনাকেন্দ্রে যেতে তো পারবেনই না, গণনাকেন্দ্রের ত্রিসীমানাতেও থাকতে পারবেন না। হাই কোর্টে বৃহস্পতিবারই রেডিডর মামলার শুনানি হওয়া চাই এবং সেই পর্বে অন্তর্বর্তী সুরক্ষার প্রসঙ্গ যেন কোনও রকম প্রভাব না ফেলে। প্রসঙ্গত অন্ধ্রে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই বিধানসভা নির্বাচনও হচ্ছে।

মহামারী সাক্ষী বহন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

মানুষের সেবার কাজ হতে পারবে।প্লেগ মহামারীতেই প্রথমবার ত্রাণের কাজ করেছিল তখনকার সদ্যগঠিত রামকৃষ্ণ মিশন। প্লেগ খুব ছোঁয়াচে রোগ। রোগীর ধারেকাছে কেউ যেতে সাহস পেত না। স্বামীজি ও তাঁর গুরুভ্রাতারা দরিদ্র বস্তিতে রোগীদের মধ্যে পড়ে থেকে দীর্ঘকাল সেবা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর কথা শুনিয়েছেন সেকালের নামজাদা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। তিনি লিখেছেন, 'একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধুলিধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। উনিই ভগিনী নিবেদিতা।' রাধাগোবিন্দ কর সেদিন সকালে বাগবাজারের বস্তিতে প্লেগে আক্রান্ত এক শিশুকে দেখে এসেছিলেন। সে কেমন আছে খোঁজ নেওয়ার জন্য ভগিনী নিবেদিতা ডাক্তারের বাড়ির সামনে বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করছিলেন। ছেলেটির খবর নেওয়ার পরে তিনি রাধাগোবিন্দ করের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, বাগদি বস্তিতে প্লেগের পরিচর্যা করা যাবে কীভাবে। কলকাতার ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে আজও। প্রাচীন কলকাতার মহামারী ইতিহাস আজও হয়তো অলিখিত,সে কারণেই লিখতে বসে যতটা সম্ভব তথ্য পেয়েছি, ততটাই আপনাদের সম্মুখে নিয়ে আনার চেষ্টা করছি।

তখনকার দিনে কলকাতা ছিল খুব অস্বাস্থ্যকর স্থান। বিশেষত অষ্টাদশ ও ঊনিশ শতকে ফি বছর মহামারী লেগেই ছিল কলকাতায়। প্রতি বছর বর্ষায় বহু সাহেব আমাশা আর কলেরায় মারা পড়ত। শীত এলে কমত রোগের প্রকোপ। যারা বেঁচে থাকত তারা ১৫ নভেম্বর গিয়ে জমত হারমোনিক ট্যাভার্নে। সে ছিল অষ্টাদশ শতকের জমজমাট পানশালা। এখন যেখানে লালবাজার, সেখানে ছিল হারমোনিক ট্যাভার্ন। ১৫ নভেম্বর সেখানে তুমুল হুল্লোড় করত সাহেবসুবোরা। ভাবখানা এমনথথ যাক, এবছরের মতো তো বেঁচে গেছি।পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন পরের কথা। রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের চিঠিতে জানিয়েছেন, 'কলকাতার অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখন দুর্গে সেনাদের রাখলে অনেকেই 'পাক্কা জ্বরে' মারা যাবে। তাই আমি তাদের কলকাতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।' চিঠির তারিখ দেওয়া আছে বাইশে অগাস্ট, ১৭৫৭। অগাস্ট মাস মানে বর্ষাকাল। সেই ঋতুতে দক্ষিণ বঙ্গে একরকম মারণ জ্বর দেখা দিত, যাকে ক্লাইভ লিখেছেন 'পাক্কা জ্বর'।অষ্টাদশ শতকে জনৈক ওলন্দাজ নাবিক কলকাতা শহরকে 'গলগোথা' বলে উল্লেখ করেছেন। যে স্থানে বহু নরকঙ্কাল ছড়িয়ে থাকে তাকে বলে গলগোথা। ওটি আরামিক ভাষার শব্দ। যিশু খ্রিস্টকে যে পাহাড়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তার নাম গলগোথা। কিন্তু ওলন্দাজ নাবিক কলকাতাকে গলগোথা নাম দিলেন কেন?তিনি গঙ্গার ওপর দিয়ে জাহাজে চড়ে যাওয়ার সময় পূর্ব পাড়ে বহু নরকঙ্কাল দেখতে পেয়েছিলেন। তাই জায়গাটাকে তাঁর মনে হয়েছিল গলগোথা। ঊনিশ শতকের ইম্পিরিয়াল গেজেটে উল্লেখ আছে, কোনও এক সময় পরপর সাতবছর ধরে কলকাতায় মহামারী হয়। তাতে শহরে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের এক চতুর্থাংশ মারা পড়ে। ভারতীয়দেরও অনেকে মারা যায়।অত লোকের শেষকৃত্য করা সম্ভব হয়নি। মৃতদেহগুলি নদীর তীরে ফেলে রাখা হয়েছিল। তাই ওলন্দাজ নাবিক গঙ্গার পাড়ে কঙ্কালের স্তূপ দেখেছিলেন।একটি মত প্রচলিত আছে, নাবিকের দেওয়া গলগোথা নাম থেকেই পরবর্তীকালে কলকাতা নামের উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব পাড়ে কিলকিলা অঞ্চলের নাম পরিবর্তিত হয়ে কলকাতা হওয়ার পিছনে মহামারীর একটা ভূমিকা আছে। পরবর্তীকালের অনেক পণ্ডিত এই মত মানেন না। হয়তো তাঁদের কথা ঠিক। কলকাতা নামের উৎপত্তির অন্য কোনও কারণ আছে। কিন্তু ওই নাবিক যে কলকাতার গঙ্গাতীরে নরকঙ্কালের স্তূপ দেখেছিলেন, সেকথা মিথ্যা নয়। মহামারীর কথাটাও সত্যি।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলছেন,

এই ফল আশ্চর্যজনক। শুভেন্দু সাফ কথা, এই ভোটে রিগিং আর সন্ত্রাস করেছে তৃণমূল কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ৩০ থেকে ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধেছিল। কিন্তু ভোটের ফলে তার পুরো উল্টো চিত্র ধরা পড়েছে। গত লোকসভা ভোটের থেকেও খারাপ ফল করেছে বিজেপি। অন্যদিকে, তৃণমূলের ঝড় দেখা গেছে এবার। ফল প্রকাশের পর সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলছেন, এই ফল আশ্চর্যজনক।শুভেন্দু সাফ কথা, এই ভোটে রিগিং আর সন্ত্রাস করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার শাসক দলকে তাঁর খোঁচা, "দম্ভ এবং অহংকার দেখিয়ে ক্ষণিকের শান্তি পাওয়া যায়, এটা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হবে না।" বসিরহাটের ফল নিয়ে ব্যাকফুটে চলে গেছে বিজেপি। ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত সন্দেশখালি ইস্যু জিইয়ে রেখেছিল গেরুয়া শিবির। শুভেন্দু অবশ্য বলছেন, ওখানে ইভিএম পরিবর্তন করার ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোট করিয়েছে তৃণমূল। ২০২৪ সালের এই ভোটের ফল দেখে এখনই অবশ্য ভেঙে পড়ছেন না শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, জিতলে পুষ্পবৃষ্টি হয়, হারলে তীরস্কার শুনতেই হবে। তাঁর দাবি, অনেক আসনে ভোট শতাংশ বাড়িয়েছে বিজেপি। কলকাতাতেও ভাল লড়াই হয়েছে। উত্থান-পতন নিয়েই চলতে হবে, এটাই দস্তুর।একই সঙ্গে তাঁর হুঙ্কার, ঔদ্ধত্য আর অহংকারের পতন হবেই।

গত লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রায় ৩ লাখ ২১ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে সেই ব্যবধান বেড়ে ৭ লাখ ১০ হাজার ৯৩০! অভিষেকের প্রাপ্ত ভোট ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৩০। ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের জয় নিয়ে তো বটেই, রাজ্যের একাধিক আসনে শাসক দলের জয় নিয়ে কার্যত প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, "এরকম ফল হয় নাকি? আশ্চর্য আশ্চর্য ফল বেরিয়েছে। ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ভোটে ঘাটালে কেউ জেতে? সাড়ে ৭ লক্ষ ভোটে ডায়মন্ডে কেউ জেতে? কে কোথায় ভোট দিয়েছেন খুঁজে পাচ্ছেন না। এক একটা বুথে সব ভোট একজন নিয়ে চলে গেছে।" ভোটের প্রচারপর্বে তৃণমূল দাবি করেছিল, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ৩ মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে বিজেপি। ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট জয়ের পর এই অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে এনেছেন শুভেন্দু অধিকারী! তাঁর দাবি, "ভয় এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে ভোট হয়েছে। মানুষের হাতে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের ভুল বোঝানোর পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হয়েছে।" বিজেপি বিধায়ক আরও দাবি করেন, পুলিশ এবং প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করেছে তৃণমূল। এই ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের পতন ঘটবেই। এই বিশ্বাস তাঁরা রাখছেন।

নরেন্দ্র মোদী অন্যদের সুযোগ দিন,

বিজেপিতে দ্বন্দ্ব উস্কে দিয়ে কৌশলী মন্তব্য মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লালকৃষ্ণ আডবাণী-অটল বিহারী বাজপেয়ী এক সময়ে দাবি করতেন, বিজেপি হল পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স। অনেকের মতে, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জমানায় সাবেক সেই দলের আইডেনটিটিই সংকটে পড়ে যায়। বরং এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে মোদীই হলেন পার্টি। বিজেপি পার্শ্বচরিত্র। এ নিয়ে দলের মধ্যে বহু নেতা কর্মীর ক্ষোভ থাকলেও মুখ খোলার জো নেই। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতেই বিজেপির অন্দরে সেই ক্ষোভের বারুদে যেন দেশলাই কাঠি ফেলে দিতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মোদীর গ্যারান্টি। দেশের মানুষের কাছে তাঁর সেই গ্যারান্টি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন মোদী। এবার ওনার উচিত নিজে সরে গিয়ে অন্যদের জায়গা করে দেওয়া।"

এ কথা বলার পরক্ষণেই মমতা বলেন, "এটা অবশ্য ওদের পার্টির ব্যাপার। আমার বলা উচিত নয়। তবে ওদের মধ্যেও ভাল মানুষ আছেন। আরএসএসের মধ্যেও ভাল মানুষ আছেন।আমি সেটাই বলছি।" এখানে বলে রাখা ভাল, রাজনৈতিক মতাদর্শগত ফারাক থাকলেও বিজেপিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখনও বন্ধু রয়েছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক ভাল। এদিনের ফল প্রকাশের পর থেকে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী থেকে শুরু করে বিজেপির একাংশ নেতা ইতিমধ্যে টিপ্পনি শুরু করে দিয়েছেন মোদী-শাহকে উদ্দেশ্য করে। তা ছাড়া সাধারণ ধারণা হল, মোদী-শাহ জুটি যেভাবে বিজেপি পার্টিকে হাইজ্যাক করে নিয়েছেন, তাতে সঙ্ঘ পরিবারের বহু নেতা কর্মী অখুশি। কারণ, তাঁরা মনে করেন, বিজেপির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশটাই আর নেই। দলের সংসদীয় বোর্ড নামকে ওয়াস্তে রয়েছে। আসলে সব সিদ্ধান্তই নেন মোদী শাহ। এমনকি সরকারের মন্ত্রীদেরও কোনও গুরুত্ব নেই। মন্ত্রিসভার বৈঠকের বহু অ্যাজেন্ডা আগে থেকে মন্ত্রীরা জানতে পারেন না। তারা শুধু পুতুলের মতো বসে থাকেন। সবটাই কেন্দ্রীয়ভাবে হয় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে। এদিন মমতার মন্তব্যের পর অনেকেই বুঝতে পারছেন, সুকৌশলে বিজেপির অন্দরের কলহটাই খুঁচিয়ে দিতে চেয়েছেন দিদি। কারণ, সেই অসন্তোষ এবার অবধারিতভাবেই হয়তো মাথা তুলতে চলেছে।

৩ পাতার পর

বিরোধী শক্তি সঞ্চয় করে সংসদে যাচ্ছে বিরোধীরা

সেইবার বিরোধীরা পেয়েছিল ১১৮টি আসন। এরপর পরের বার ২০০৯ সালে ইউপিএ ক্ষমতায় এলেও শক্তি বাড়ায় বিরোধীরা। বিরোধীরা ১৫৯টি আসন জিতেছিল বিরোধী জট। ফলে সংসদের বেশির সময়ই সরকারকে চাপে রাখে বিরোধীরা। একের পর এক অধিবেশন পণ্ড করে দিতে থাকেন বিরোধীরা। ক্রমেই চাপ বাড়ছে থাকে সরকারের উপর। যার প্রভাব পড়ে ২০১৪ সালের ভোটে।২০১৪ সালে মোদী ঝড়ে বিরোধীরা প্রায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। সেই বছর কংগ্রেস মাত্র ৪৪টি আসন পায়। বিরোধীরা সর্ব সাকুল্যে পেয়েছিল ৫৯টি আসন। ফলে পাঁচ বছর সংসদের ভিতরে কোনও কথা বলতেই পারেননি বিরোধীরা। ২০১৯ সালেও চিত্রটা একটু বদলায়। বিরোধীরা ৯১টি আসন নিয়ে সংসদে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে বিরোধী দলের সাংসদদের যে কোনও ইস্যুতে সাসপেন্ড করা হয়েছিল।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের যা ফলাফল তাতে রেকর্ড সংখ্যা নিয়েই সংসদে প্রবেশ করতে চলেছেন বিরোধীরা। প্রায় ২৩০টির কাছাকাছি আসন পেতে চলেছেন বিরোধীরা। ফলে এবার কিন্তু সরকার গঠন করলেও বিরোধীদের সঙ্গে ব্যববারে বদল করতে হবে মোদী সরকারকে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই সঙ্গে তারা মা তাঁকে বললেন, কুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছড়ালেই সে বেঁচে উঠবে। সকালে জয়দত্ত তাঁর হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন এবং বশিষ্ঠকুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছেটাতেই ছেলে 'তারা তারা' বলে বেঁচে উঠল। ছেলের মুখে তারা নাম শুনে বিস্মিত জয়দত্ত বুঝতে পারলেন দেবী তারার অলৌকিক কৃপার কথা। পুত্রকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তিনি সারাদিন বসে তারা মায়ের জপ করতে লাগলেন। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

ভেঙে গেল মালাইকা-অর্জুনের ছয় বছরের প্রেম

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মালাইকা আরোরা ও অর্জুন কাপুরের সম্পর্ক দীর্ঘ ৬ বছরের। খবরটি যখন প্রকাশ্যে আসে, সে থেকেই তোলপাড় শুরু হয় বলিউডের অন্দরমহলে। বয়সে অসম এই জুটির প্রেম নিয়ে জলঘোলাও কম হয়নি। এক পর্যায়ে তাদের সম্পর্কের বিচ্ছেদের গুঞ্জনও ওঠে। এবার শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছেদ নিয়ে ইতোমধ্যে বোঝাপড়া শেষ করেছে এই তারকা যুগুল। তবে গুঞ্জন নয়, সত্যিই আলাদা হয়ে যাচ্ছেন অর্জুন-মালাইকা।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, অর্জুন-মালাইকার এক ঘনিষ্ঠ সূত্র তাদের বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে এনেছে। কাগজে-কলমে নাকি তাদের সই-ছাপ্পাও সম্পন্ন। তবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে কেউ কারও পক্ষে এখনও মুখ খোলেননি। কারণ, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা আর সম্মান আজও অটুট রয়েছে অর্জুন-মালাইকার।

এদিকে, এমন গুঞ্জনের মধ্যেই তাদের সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের কথা উঠেছিল। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্জুন-মালাইকার ওই সূত্র জানিয়েছে, তাদের বিচ্ছেদের ব্যাপারে কেউ নাক গলাক, সেটি তারা চান না। তাই বিষয়টি গোপন রেখেই তারা বিচ্ছেদটি সম্পন্ন করেছেন। তবে বিচ্ছেদ হলেও একে অপরের শ্রদ্ধাশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রয়েছে বলেও জানিয়েছে সূত্রটি।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৭ সালে ১৮ বছরের সংসারের ইতি টেনে বিচ্ছেদ ঘটে আরবাজ খান ও মালাইকার। এর কয়েক বছর পর নতুন প্রেমের ছোঁয়া লাগে মালাইকার। বয়সে ১২ বছরের ছোট বলিউড অভিনেতা অর্জুন কাপুরের সঙ্গে শুরু করেন প্রেম। তখন গুঞ্জন ওঠে, অর্জুন কাপুরের জন্যই নাকি বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন আরবাজ-মালাইকা।

গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে অর্জুন-মালাইকার বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়ায়। এ সময় অর্জুনের পরিবারের একাধিক সদস্যকে সামাজিক মাধ্যমেও আনফলো করে দেন মালাইকা। তাতেই শুরু হয় নানা জল্পনা-কল্পনা। বয়সে অসম, ডিভোর্সি, এক সন্তানের মা মালাইকাকে নিজের পুত্রবধূ করতে মোটেই রাজি নন বনি কাপুর- বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে এমনটিই ধারণা করছেন অনেকে।

বিয়ে ও সন্তানের তথ্যফাঁস, এক শব্দে উত্তর দিলেন দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয় ও রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তিজীবন নিয়ে প্রায় আলোচনা আসেন দেব। দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে রুক্মিণী মিত্রের প্রেম নিয়ে নেটদুনিয়ায় বেশ সরব। তারা কখনো পারস্পরিক সম্পর্কের কথা অস্বীকারও করেননি। প্রেমের গভীরে ডুবে থাকা দেবের বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়ে বসেছে টালিউড অঙ্গন।

এর আগে গুগলে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসেছে দেব-রুক্মিণীর রসায়ন নিয়ে। সেখানেই প্রশ্ন দেবের স্ত্রী কে? উত্তর 'দেব একজন অভিনেতা। তিনি কবীর, মাউন্টেন অফ দ্য মুন, সাঁঝবাতির জন্য পরিচিত।' তার পরেই টুইস্ট, তিনি ৬ মে, ২০২১ থেকে রুক্মিণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ! তাদের একটি সন্তানও রয়েছে, যার বয়স তিন বছর। এমন একটি পোস্ট নায়কের ফ্যান ক্লাব থেকে হতেই নেটদুনিয়ায় ভাইরাল!

আনন্দবাজার সূত্রে জানা যায়, 'গুগল না থাকলে জানতেই পারতাম না!' বিস্ময় কাটতেই জবাব দিয়েছেন দেবও। তিনিও কি কম রসিক? মাত্র একটি শব্দ 'আমিও', খরচ করে দুধ আর জল আলাদা করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে গুগল! নির্বাচনের আগে প্রযোজক-নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যফাঁস। তিন বছর আগে তার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে! এখানেই শেষ নয়; তার নাকি তিন বছরের একটি সন্তানও আছে। খবর প্রকাশ্যে আসতেই 'হায় হায়' করে উঠেছেন তার অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী। এ খবরে টালিউডও নড়েচড়ে বসেছে। কী বলছেন দেব? খবর তিনিও হতভম্ব।

১ জুন সপ্তম দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, যাদবপুর, বারাসত, দমদম, বসিরহাট, জয়নগর (এসসি), মথুরাপুর (এসসি), ডায়মন্ড হারবারে। ৩০ মে ছিল নির্বাচনি প্রচারের শেষ দিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেব। গত তিন মাস ধরে সব দল তাদের কর্মীদের নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। নিজের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বার্তায় তাদের পরিশ্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। দেবের প্রার্থনা- যে দলই জিতুক, দেশ যেন এগিয়ে যায়। দেব বরাবরই ব্যতিক্রমী। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সম্মান জানিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনেও যে তিনি এত বড় ব্যতিক্রমী হবেন তা কে জানত?

দুই নায়কের সঙ্গে শ্রদ্ধার প্রেমের গুঞ্জন!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। তার অভিনীত প্রায় প্রতিটি সিনেমাই দারুণ প্রশংসা ও সফলতার মুখ দেখেছে। বর্তমানে তার হাতে রয়েছে 'চাঁন্দু চ্যাম্পিয়ন', 'স্ত্রী ২', 'নো এন্টি' সিনেমার কাজ। এছাড়াও মুক্তির তালিকায় রয়েছে তার একাধিক সিনেমা। তবে এরইমধ্যে নতুন-পুরোনো প্রেমের গুঞ্জন এবং ভক্তদের প্রশংসা নিয়ে নিয়মিতই শিরোনামে আসছেন শ্রদ্ধা।

ক'দিন আগেই বলিপাড়ায় গুঞ্জন রটে পুরোনো প্রেমিক আদিত্য রায় কাপুরের ঘরে আবারও ফিরছেন তিনি। সম্প্রতি আদিত্যের সঙ্গে অনন্যা পাণ্ডের বহুল চর্চিত প্রেমের অবসান হতে না হতেই শ্রদ্ধা-আদিত্যকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়ায় এই গুঞ্জন রটে। যদিও বিষয়টি এরপর আর বেশি দূর গড়ায়নি। তবে থেমে থাকছে না শ্রদ্ধার প্রেম চর্চা। এর আগে রাহুল মোদির সঙ্গে তার সম্পর্কের গুজবের কারণে শিরোনামে এসেছেন বহুবার। যদিও কেউই এই জল্পনাকে নিশ্চিত করেননি। তবে সম্প্রতি একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে গুঞ্জন তুলেছে।

কিছুদিন আগে শ্রদ্ধা তার ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন। যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে শ্রদ্ধা একটি সোফায় বসে আছেন, তার পেছনে একটি মনোরম পাহাড়ের দৃশ্য। একই সময়ে রাহুল মোদির বোন সোনিকার শেয়ার করা একটি ছবিতে অনুরূপ পটভূমি অনুরাগীরা লক্ষ্য করেছেন, যা প্রকাশ পেতেই নড়েচড়ে বসেছে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে নেটিজেনরা। তাদের দাবি, 'শ্রদ্ধা-রাহুল একসঙ্গে ছবি তুলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা যেকোনো সময় তাদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন। উভয়ই তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে স্পটলাইট থেকে দূরে রাখতে পছন্দ করেন।'

অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই শ্রদ্ধা-রাহুল একসঙ্গে সিনেমার কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন। এরইমধ্যে নাকি কাজটি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও সেরেছেন তারা। অভিনয়ের পাশাপাশি রাহুলের প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে সহ-প্রযোজনা করতে চান শ্রদ্ধা। তবে এমন আলোচনা-গুঞ্জনকে পেছনে ফেলে ৪টি ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলে দারুণ প্রশংসা কুড়াচ্ছেন তিনি। নেটদুনিয়ায় তার এই দক্ষতার প্রশংসা করতে দেরি করছেন না সমালোচকরাও।

প্রেমে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন জাহ্নবী

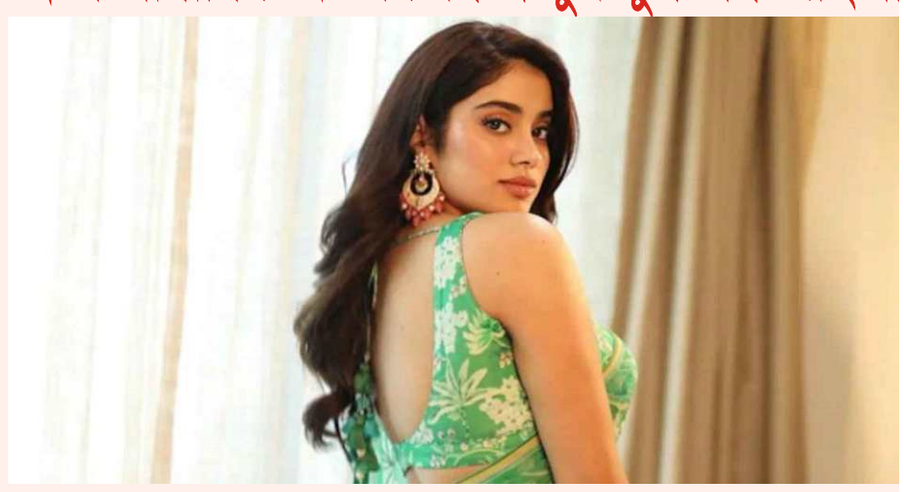

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বনি কাপুর ও শ্রীদেবীর কন্যা হওয়ার পরও নিজের যোগ্যতায় একটু একটু করে বলিউডে জায়গা করে নিচ্ছেন জাহ্নবী কাপুর। এখন পর্যন্ত ছয়টির মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। যদিও এর মধ্যে কোনো সিনেমাই সেভাবে আলোড়ন তুলতে পারেনি। তাতে কী? জাহ্নবীর মধ্যে সম্ভাবনা দেখছেন বি-টাউনের প্রযোজক ও পরিচালকেরা।

এদিকে ক্যারিয়ারের পাশাপাশি প্রেম নিয়ে খানিকটা চর্চা হয় জাহ্নবীকে নিয়ে। তিনি সম্পর্ক নিয়ে রাখঢাকে পক্ষে নন। এমন কি প্রেমিকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে ও সংবাদমাধ্যমের সামনে খোলাখুলি কথা বলেন। এবারও তার আলোচনায় উঠে এলো বিষয়টি। প্রেমের ক্ষেত্রে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করলেন নায়িকা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন জাহ্নবী। সেখানে দেখা যায়, ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যম আয়োজিত শোয়ে জাহ্নবী শারীরিক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কথা বলেন। শুরুতেই বলেন, ভালোবাসার দেবতাকে অনুরোধ, কোন প্রসাধনী ভালো, তা দয়া করে বলা বন্ধ করুন। বদলে আমাকে বলুন জীবন বাঁচাতে ও সুস্থ থাকতে কী করা উচিত।

অভিনেত্রী যোগ করেন, নিষেধের লাল পতাকা নয়। লাল ক্রস (চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়) সম্পর্কে বলুন। প্রেম তো ভালই চলবে। কিন্তু কোন বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে? প্রেম ভালো চললে কী করি আমরা? এরপর মনে করিয়ে দেন, শারীরিক ঘনিষ্ঠতা থেকে অসুস্থতাও তৈরি হতে পারে। তার কথায়, শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সময়ে ত্বকের সঙ্গে ত্বক স্পর্শ করলে এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস) ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে হাত মেলানো বা গালে স্নেহের পরশ থেকে নয়, শরীরের গোপন ত্বকের সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।

এদিকে শুক্রবার (৩১ মে) মুক্তি পেয়েছে জাহ্নবী অভিনীত সিনেমা 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি'। পরিচালনা করেছেন শরণ শর্মা। প্রযোজনার দায়িত্বে আছেন করণ জোহর, জি স্টুডিওজ। বিশ্বব্যাপী মোট এক হাজার স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে স্পোর্টস ড্রামার উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই সিনেমা।

যুক্তরাষ্ট্রে অনুশীলনের
ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপের দামামা। আর মাত্র দুই দিন বাদেই মাঠে গড়াতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। এ টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অংশগ্রহণকারী দলগুলো। বুধবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে অনুশীলন শুরু করেছে ভারতও। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অনুশীলনের ব্যবস্থা নিয়ে খুশি হতে পারছেন না রোহিত শর্মারা। খুব সাধারণ মানের সরঞ্জাম নিয়ে অনুশীলন করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ রাহুল দ্রাবিড়দের।

আগামীকাল প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে নামবে ভারত। এই ম্যাচকে সামনে রেখে রোহিতের দল পরশু যে মাঠে (ক্যান্টিয়াগ পার্ক) অনুশীলন করেছে, তা নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের অদূরে অবস্থিত। ক্যান্টিয়াগ পার্কের সকল সুযোগ-সুবিধা 'গড়পড়তা' মানের বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়।

ভারতের অসন্তুষ্টর বিষয়টি এক সূত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮। সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছেন, 'পিচ থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা অস্থায়ী। এটা বলা ভালো হবে যে, সবকিছু গড়পড়তা মানের। দল এ নিয়ে তাদের উদ্বিগ্ন জানিয়েছে।'

শুধু মাঠের সুযোগ-সুবিধা নিয়েই নয়, খাবার নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ভারতীয় দল। জানা গেছে, অনুশীলনের সময় যে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত পরিমাণের ছিল না। এছাড়া অনুশীলন সেশন কাভার করতে আসা সাংবাদিকদের বক্সে করে খাবার দেওয়ায় অনেক খেলোয়াড় নাকি খুশি হননি।

যদিও বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি) অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, 'ক্যান্টিয়াগ পার্কের অনুশীলন সুবিধা নিয়ে কোনো দল অভিযোগ বা উদ্বেগ প্রকাশ করেনি।'

যেসব তারকা ক্রিকেটারের বিদায়ের
মঞ্চ হতে এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো ২০ দল নিয়ে আগামী ২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ৪টি গ্রুপে ৫টি করে দল বিশ্বকাপের নবম আসরে খেলবে। অসংখ্য অভিজ্ঞ আর তারকা ক্রিকেটারের বিদায়ের মঞ্চ হতে চলেছে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

২০২১ এ অধিনায়কত্ব করে ২২ আসরের স্কোয়াড থেকেই বাদ পড়েছিলেন মাহমুদুউল্লাহ রিয়াদ। রাজসিক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ফিরেছেন এবারের বিশ্বকাপে। অটোমেটিক চয়েজ এই ক্রিকেটারের শেষ আসর হতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রে। ভারত অধিনায়ক রোহত শর্মার বয়সও এখন ৩৮। প্রথম বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য রোহিতকে শেষবারের মতো বিশ্ব আসরে দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে। একই পথে হাঁটতে পারেন বিরাট কোহলিও। ২০২৬ আসরে যার বয়স হবে ৩৮। ডেভিড ওয়ার্নারও গেলবছর ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন অবসরের। টি টোয়েন্টিতো বটেই ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে বিদায় নিতে চলেছেন বিশ্বকাপের পর।

মানসিক আর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে আইপিএলের মাঝপথে বিরতি নিয়েছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে এ ক্রিকেটারের থাকা নিয়ে ছিল সংশয়। শেষ পর্যন্ত জায়গা পেলেও এবারের বিশ্বকাপই হতে চলেছে ম্যাক্সওয়েলের শেষ বিশ্বকাপ।

টি-টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা আন্দ্রে রাসেল। জাতীয় দলে নিয়মিত না হলেও বিশ্বআসর খেলবেন। বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ জার্সিতে এ অলরাউন্ডারকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলারের সে আক্ষেপ নেই। বাটলার ছাড়াও বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা এবারের আসরের পর থেকে মিস করবে বেন স্টোকস, মঈন আলী, আদিল রশিদের মত ক্রিকেটারদের। দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক-ডেভিড মিলার আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবীরাও বিশ্বকাপ দিয়ে শেষ বলতে পারেন।

উগান্ডাকে 'ছেলেখেলা' করে হারাল আফগানিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো আইসিসির বড় কোন টুর্নামেন্টে সুযোগটা যেন দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল উগান্ডার জন্য। প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান এক প্রকার ছেলেখেলা করেই হারাল আফ্রিকার দেশটিকে।

প্রথম ব্যাট হাতে, এরপর বোলিংয়ে, উভয় দিক থেকেই উগান্ডাকে রীতিমতো নাচিয়েছে আফগানিস্তান। মঙ্গলবার বার্বাডোজে টি-২০ বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল উগান্ডা ও আফগানিস্তান। যেখানে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৩ রান সংগ্রহ করে আফগানরা।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৫৮ রানেই গুটিয়ে গেছে উগান্ডা। আফগানিস্তানের জয় ১২৫ রানে। আর এই স্বস্তির জয়ে বিশ্বকাপে ভালো কিছুরই ইঙ্গিত দিয়ে রাখল জোনাথন ট্রটের শিষ্যরা।

লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই হোঁচট খায় উগান্ডা। দলের হয়ে ইনিংস উদ্বোধনে নামেন রনক প্যাটেল ও সিমন সেসাজি। ইনিংসের প্রথম ওভারেই এ জুটিতে আঘাত হানেন ফজলহক ফারুকী। ফারুকীর বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন রনক (৪)। পরে ক্রিজে আসেন রজার মুসাকা। উইকেটে এসেই লেগ বিফোরের ফাঁদে (এলবিডব্লিউ) পড়েন তিনি। তার উইকেটে ঝুলিতে ভরেছেন ফারুকীই।

এরপর শুধু আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন উগান্ডার ব্যাটাররা। দলটির নয়জন ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। ব্যক্তিক্রম ছিলেন শুধু রিয়াজত (১১) ও রবিন (১৪)। দুই অঙ্কের ঘর টপকাতে অবশ্য অনেক সময় নিয়েছেন তারা দুজনই।

ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেও স্রেফ টিকে থাকার লড়াই করেছে উগান্ডা। শেষ পর্যন্ত ৫৮ রান তুলতে সক্ষম হয়েছে তারা। টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি চতুর্থ সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। উগান্ডার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে নায়ক বনে গেছেন আফগানিস্তানের ফজলহক ফারুকী। বল হাতে তিনি একাই নিয়েছে ৫ উইকেট। আফগানিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৫ উইকেট নিয়েছেন ফজলহক ফারুকী। এছাড়া দুটি করে উইকেট নিয়েছেন নাভিন উল হক ও রশিদ খান।

এর আগে টস হেরে আগে ব্যাট করে আফগানিস্তান। দলের হয়ে ইনিংস উদ্বোধনে নামেন ইব্রাহিম জাদরান ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ। ইনিংসের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন তারা দুজন। তাদের ব্যাটিং তাণ্ডবে দিশেহারা হয়ে পড়ে উগান্ডা।

এ দুই ওপেনারের ব্যাট থেকে আসে ১৫৪ রান। দুই ফিফটিতে দলকে বড় সংগ্রহের পথে নেন তারা। তবে সেঞ্চুরির পথে এগোতে থাকা ইব্রাহিম জাদরান সাজঘরে ফেরালে ভেঙে যায় তাদের জুটি।

১৫তম ওভারের তৃতীয় ইব্রাহিমকে বোল্ড করেন উগান্ডার অধিনায়ক মাসাবা। আউট হওয়ার আগে ৭০ রান করেন তিনি। তার বিদায়ের পর সাজঘরে ফেরেন গুরবাজও। ৪৫ বলে ৭৬ রান করেন তিনি।

পরে ক্রিজে আসেন নাজিবউল্লাহ জাদরান। তবে উইকেটে থিতু হওয়ার আগেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন তিনি। এরপর বলার মতো কেউই পারফর্ম করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানের ইনিংস থামে ১৮৩ রানে। উগান্ডার হয়ে সর্বোচ্চ দুটি করে উইকেট নেন ব্রায়ান মাসাবা ও কসমস কয়েওয়াটা।

নতুন ক্লাবে যোগ দিতে তর সইছে না এমবাপের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইতোধ্যেই ফরাসি ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইনের (পিএসজি) সাথে টানা ৭ বছরের ক্যারিয়ারকে বিদায় বলেছেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে এখনও পরবর্তী ক্লাব সম্পর্কে কিছু জানাননি এই ফরাসী তারকা। যদিও গুঞ্জন রয়েছে, তার স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদেই যাচ্ছেন তিনি।

এমবাপে মুখ ফুটে কিছু না বললেও 'সিএনএন স্পোর্টস'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, 'এটা দারুণ এক অভিজ্ঞতা হবে। নতুন ক্লাবে যোগ দিতে আমার তর সইছে না। আমি আমার দেশ ছেড়েছি (আরেক লিগে খেলতে) প্রথমবারের মতো।'

এমবাপের কথায় ইঙ্গিত, তিনি এমন একটি ক্লাবেই যাচ্ছেন, যারা ট্রফি জিততে পারে। তার কথা, 'আমি ট্রফি জিততে চাই। যখন আপনি ফুটবল নিয়ে কথা বলবেন, (এটা) ট্রফি জয়, নতুন সতীর্থদের সঙ্গে। এখন আমার পিএসজির সঙ্গে চুক্তি আছে, সবাই জানে সেটা দ্রুতই শেষ হচ্ছে এবং আমরা দেখব কী হয়!'

সম্প্রতি 'ইউরোপিয়ান প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার পুরস্কার' জেতা এমবাপে দুই বছর আগেই রিয়াল মাদ্রিদে চুক্তির দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছিলেন। শেষ মুহূর্তে মত বদলে তিনি পিএসজিতে থেকে যান। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আক্ষেপ আছে কি?

এমবাপে বলেন, 'শুধু পিএসজিতে থাকাই বড় কথা ছিল না। কাতার বিশ্বকাপ ছিল। অনেক কিছু ছিল (এই সিদ্ধান্তের পেছনে)। এটা বড় এক সিদ্ধান্ত ছিল, কঠিন সিদ্ধান্ত। তবে আমার এটা নিয়ে আক্ষেপ নেই।'

'অবশ্যই ক্যারিয়ারে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমি সেটাই নিয়েছি। তবে আমি পিএসজির সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছি। আমি শুধু ভালো জিনিসগুলোই মনে রাখতে চাই। এটা সহজ পরিস্থিতি ছিল না। আশা করি কেউই এমন পরিস্থিতিতে পড়বে না।'

অনেকটাই নিশ্চিত হলেও এমবাপে পরিষ্কার করে বলছেন না, তিনি রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচে রিয়ালের হয়ে গলা ফাটাবেন কিনা?

এমন প্রশ্নেও কৌশলী উত্তর এমবাপের, 'না, আমি এই ফাইনালটা ঠিক আপনাদের মতোই দেখব। যখন আপনি ফুটবলকে ভালোবাসবেন, প্রতিটি ম্যাচ দেখবেন। আমি প্রতিটি ম্যাচই দেখি যেগুলো সম্ভব...ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি, ইতালি, সব লিগ। তাই অবশ্যই আমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগও দেখব।'

সামনে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। জার্মানিতে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে দ্রুতই ফ্রান্স স্কোয়াডে যোগ দেবেন এমবাপে। বর্ণময় আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ইউরোর ট্রফিটাও যোগ করতে চান তিনি।

হারলো রোনালদোর আল নাসর,
ডাবল শিরোপা আল হিলালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌদি প্রো লিগের শিরোপা আগেই জিতে নিয়েছে আল হিলাল। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আল নাসর লিগ শেষ করেছে দ্বিতীয় স্থানে থেকে। অর্থাৎ বলা যায়, আল হিলালের সঙ্গে লিগে পেরে উঠতে পারেনি আল নাসর। লিগ শিরোপা হারিয়ে আল নাসর স্বপ্ন দেখছিল কিংস কাপ নিয়ে। এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে সেই আল হিলালকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল আল নাসর। এবারো আল হিলালের সঙ্গে পারল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আল নাসর।

ম্যাচজুড়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে টিকে থাকলেও টাইব্রেকারভাগ্য সহায় হয়নি রোনালদোদের। মূল সময়ে খেলার ফলাফল ছিল ১-১ সমতায়। এরপর পেনাল্টি শ্যুটআউটে আল নাসরকে ৫-৪ ব্যবধানে হারিয়ে ঘরোয়ায় ডাবল শিরোপা জিতে নিয়েছে আল হিলাল। চলতি মৌসুমে আল নাসরকে কোনো শিরোপাই এনে দিতে পারেননি পর্তুগিজ তারকা। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে আরব আমিরাতের ক্লাব আল আইনের কাছে হেরে বাদ পড়েছিল আল নাসর। এরপর ঘরোয়া দুটি শিরোপাই খুঁইয়েছে। যে কারণে গতকালের শুক্রবারের ফাইনাল হেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন রোনালদো।

জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে ম্যাচের শুরুর দিকে (৭মিনিটে) লিড নেয় আল হিলাল। গোল করেন আলেকসান্ডার মিট্রোভিক। এবার আল নাসরের সমতায় ফেরার প্রাণপণ লড়াই। এই পর্যন্ত ভালোই চলছিল। কিন্তু ৫৬ মিনিটে ডেভিড ওসপিনা লালকার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় আল নাসর। এক প্লেয়ার কম নিয়ে খেললেও লক্ষ্য থেকে সরে যায়নি আল নাসর। শেষ পর্যন্ত লড়াই করা ও শিরোপা জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের। অবশেষে সেই স্বপ্নের গোলটিও পেয়ে গেল আল নাসর। ৮৮ মিনিটে আল হিলালের জাল কাঁপান আইমান ইয়াহিয়া। এতে ১-১ সমতায় ফেরে আল নাসর।

আল নাসরের সমতায় ফেরার আগে অবশ্য ১০ জনের দলে পরিণত হয়েছে আল হিলাল। ৮৭ মিনিটে লালকার্ড দেখেছিলেন আলি আল বুলাইহি। ৯০ মিনিটে আরও একটি লালকার্ড দেখে আল হিলাল। এবার কালিদৌ কাউলিবেলি মাঠ ছাড়লে ৯ জনে রূপে নেয় তারা। তবে আল হিলাল ৯ জনের দলে পরিণত হলেও কোনো সুবিধা আদায় করতে পারেনি আল নাসর। অতিরিক্ত সময়ে গোল করার সুযোগ থাকলেও সফলতা দেখাতে পারেনি রোনালদোরা। যে কারণে খেলা গড়িয়েছে টাইব্রেকারে। শেষমেশ ম্যাচ হেরে অশ্রুসিক্ত নয়নে মাঠ ছাড়তে হলে রোনালদোদের।

পাকিস্তান দলের অবস্থা দেখে
খেপলেন রমিজ রাজা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ চলে এলেও এখন পর্যন্ত ব্যাটিং লাইন-আপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে পাকিস্তান দল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও এমন চিত্র দেখা গেছে। বছরে প্রথমবারের মতো ওপেন করতে নামেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। এ নিয়ে খেপেছেন রমিজ রাজা। তার মতে, এসব করে দলটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে পিসিবি।

ক্ষিপ্ত রমিজ রাজা নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'ওপেনিংয়ে সমন্বয় বদলে ফেলে দলটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে... শুধু স্ট্রাইক রেটি-ই নয়, সবার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে বলবো। সমন্বয় ঠিক করে মাঠে নামো।'

বাবর ও রিজওয়ানের স্ট্রাইক রেট নিয়েও কথা বলেছেন রমিজ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবরের স্ট্রাইক রেট ১৩০.১৫ এবং রিজওয়ানের ১২৮.১৭। বিষয়টিকে মাথায় নিয়েই সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়ক শোয়েব মালিকের পরামর্শ-বাবর আজমের তিনে ব্যাটিং করা উচিত। তবে স্ট্রাইক রেট বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নিষেধ করেছেন রমিজ রাজা। পিসিবির এই সাবেক প্রধান বলেন,' আল্লাহর দোহাই, তোমরা স্ট্রাইক রেট নিয়ে যে ভয়, তা থেকে বেরিয়ে এসো। পাকিস্তানের ওই পর্যায়ের ক্রিকেটার নেই। তাই স্ট্রাইককে গুরুত্ব দিয়ে দল গড়ার চেষ্টা করে আমরা আসলে সবকিছু নষ্ট করছি।'

রমিজ আরও কিছু সমস্যার কথাও বলেছেন, 'মিডল অর্ডারে কার কী ভূমিকা, সেটাও ঠিক করা হয়নি। সেখানে অলরাউন্ডারদের যুক্ত করা হয়েছে। দলে আবার দুইজন উইকেটকিপার খেলছে। ফাস্ট বোলারদের নিয়েও সমন্বয় নেই। পাকিস্তানের স্পিনাররা তো বল ঘোরাতে পারে না। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বলে কিছুই নেই।'

বিশ্বকাপের আগে ছন্দে নেই পাকিস্তান দল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ৪ ম্যাচের দু'টিতেই হেরেছে তারা। বাকি দুই ম্যাচ ভেস্তে গেছে বৃষ্টিতে। বিশ্বকাপের আগে কোনো প্রস্তুতি ম্যাচ নেই তাদের।

লঙ্কানদের হেসেখেলে
হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। যেখানে লঙ্কানদের হেসেখেলে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। সোমাবার (৩ জুন) নিউইয়র্কের নাসাউ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর এতে করে সুপার এইটের রাস্তা একদিকে যেমন প্রোটিয়াদের জন্য যেমন মসৃণ হল, অন্যদিকে লঙ্কানদের জন্য ততটাই কঠিন হল।

এদিন ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন লঙ্কান অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তবে প্রোটিয়া বোলারদের তোপে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়তে হয় লঙ্কানদের। প্রোটিয়াদের আগুনে বোলিংয়ে অল্পতেই গুটিয়ে যায় তারা।

ম্যাচের শুরুতেই ১৯.১ ওভারে ৭৬ রানেই গুটিয়ে গেছে লঙ্কানরা। দলটির হয়ে ৮ ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘর স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ইনিংস উদ্বোধনে নামেন পাথুম নিশাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস। শুরু থেকে দেখেশুনে খেলেন এ দুই ব্যাটার। ভয়ংকর হয়ে ওঠার আগেই এ জুটিতে আঘাত হেনেছেন বার্টমেন। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের প্রথম বলেই নিশাঙ্কাকে ক্লাসেনের তালুবন্দী করেছেন তিনি। আউট হওয়ার আগে ৩ রান করেন এ লঙ্কান ওপেনার। পরে উইকেটে আসেন কামিন্দু মেন্ডিস। ব্যাট হাতে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তিনি। নরকিয়ার পেসে পরাস্ত হয়ে সাজঘরের পথ ধরেন তিনি। ১৫ বলে ১১ করেন এ বাঁহাতি ব্যাটার।

টপ অর্ডারদের ব্যর্থতা সামলাতে ক্রিজে আসেন অধিনায়ক হাসারাঙ্গা। কিন্তু মহারাজের ঘূর্ণিতে স্ট্যাম্পিং হয়েছেন তিনি। এতে শূন্য রানে সাজঘরে ফিরতে হয়েছে তাকে। পরের বলেই সাদিরা সামারাবিক্রমাকে (০) বোল্ড করেন মহারাজই।

ব্যাট হাতে থিতু হয়েও দলের বিপদ কাটাতে পারেননি কুশল মেন্ডিস। তাকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়েছেন নরকিয়া। আউট হওয়ার আগে ৩০ বল খেলে ১৯ করেন তিনি।

তার বিদায়ের পর উইকেট বিলিয়ে দেন চারিথ আসালঙ্কাও (৬)। নরকিয়ার বলে হেনড্রিকসের তালুবন্দী হন তিনি। জুটি গড়ে দলকে আশার আলো দেখান দাসুন শানাকা (৯) ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ (১৬)।

এ দুই ব্যাটারের বিদায়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় লঙ্কানরা। শেষ পর্যন্ত ব্যাট লড়াই করেও দলীয় রানের চাকা ঘোরাতে পারেননি মহেশ থিকসানা। ১৬ বল খেলে ৭ রানে অপরাজিত ছিলেন এই ব্যাটার। এতে শ্রীলংকার ইনিংস থামে ৭৭ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ চার উইকেট শিকার করেন আনরিখ নরকিয়া। এছাড়া দুটি করে উইকেট পেয়েছেন কাগিসো রাবাদা ও কেশব মহারাজ।

জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ইনিংস উদ্বোধনে নামেন কুইন্টন ডি কক ও রেজা হেনড্রিকস। ভয়ংকর হয়ে ওঠার আগেই এ জুটিতে আঘাত হানেন নুয়ান থুসারা।

প্রোটিয়া ওপেনার রেজার উইকেট তুলে নেন থুসারা। আউট হওয়ার আগে ৪ রান করেন তিনি। পরে বাইশ গজে এসে থিতু হয়েও ব্যক্তিগত ইনিংস লম্বা করতে পারেননি প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। তাকে সাজঘরে ফিরিয়েছেন দাসুন শানাকা।

১১তম ওভারের শেষ বলে থিতু হওয়া ডি ককে কট অ্যান্ড বোল্ড করেন হাসারাঙ্গা। আউট হওয়ার আগে ২৭ বলে ২০ রান করেন এ ব্যাটার।

পরে ক্রিজে আসেন হেনরিখ ক্লাসেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে দলীয় ইনিংস এগিয়ে নিচ্ছিলেন স্টাবস। তবে হাসারাঙ্গার বলে স্টাবসও আউট হয়ে সাজঘরে ফিরে যান। তবে শেষমেষ ক্লাসেন আর মিলার মিলে জয়ের বন্দরে পৌঁছান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR